নিবেদন

বৈচিত্র্যের ক্রীড়াভূমি এই ভারতবর্ষ। রামধনুর সাত রঙের পরীরা যেমন এখানে হাতছানি দিয়ে ডাকে, কর্ণার নূপুর ধ্বনি মনে প্রাণে শিহরণ তোলে ; তেমনি মরুভূমির ঊষরতা নিয়ে আসে বৈরাগ্য। কি প্রাকৃতিক, কি ঐতিহাসিক, কি সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই ভারতবর্ষকে করেছে বৈচিত্র্যের তীর্থভূমি। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা পরিধানে বিধৃত এই দেশ। আর্যজাতির আগমণের ফলে ভারতের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন সাধিত হলেও অনেক আর্যেতর জাতি আজও তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের চাঁই জাতি তাদের অন্যতম।

"চাঁই" একটি প্রাচীন আর্যেতর সম্প্রদায় এবং বিশেষ উপজাতির বংশধর। এরা আর্যেতর হ'লেও ম্লেচ্ছ বা অস্পৃশ্য নয়। তবে এরা শিক্ষায় অত্যন্ত অনগ্রসর। এদের মুখ্য উপজীবিকা কৃষিকাজ। ভূমি কেন্দ্রিক ও প্রকৃতি প্রেমিক এই চাঁই, সম্প্রদায়ের বাসভূমি নদী-বিধৌত পলিমাটির সমভূমি। অবশ্যই একটি আদি স্থান থেকে জীবিকার প্রয়োজনে ও নানা কারণে চাঁই সম্প্রদায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মূল বাস্তু থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সে-স্থানের নির্ণয় দুরূহ ও মতানৈক্য কণ্টকিত হলেও পশ্চিম বঙ্গ, বাংলা দেশের চাঁই সম্প্রদায় যে বিহার থেকে এসেছে তা নিশ্চিত। পশ্চিমবঙ্গে মূলতঃ মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাতে ; বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ইত্যাদি জেলাতে বহুল পরিমাণে এই চাঁই সম্প্রদায় বসবাস করে। এছাড়া বিহারের দুমকা, মুঙ্গের, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর প্রভৃতি জেলাতেও রয়েছে এদের বিস্তৃতি। আবার অযোধ্যা ও নেপালেও চাঁই জাতির অবস্থানের পরিচয় মেলে।

চাঁই সম্প্রদায়ের প্রাচীন ঐতিহ্য বেশ গৌরবময়। অতীতে এদের অনেকেই ছিলেন জমিদার ও জোতদার। বেশ প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ছিল "বাইশী"র বিচারক মণ্ডলীর। চিরকাল এরা কর্তৃত্বই করে এসেছে গ্রামীণ সমাজের উপর। কিন্তু কালের প্রবাহে সেই ঐতিহ্য এখন ম্লান। এসবের অনেক কিছুই এখন বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যেটি আজও পরিবর্তনের বৈতরনীতে পদার্পণ না ক'রে সুমহিমায় বিচরণ করছে সেটি চাঁই সমাজের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

দেশের হাজার হাজার মানুষ চাঁই ভাষায় কথা ব'লে মনের ভাব প্রকাশ করে। বাংলা, মৈথিলী, হি-দী ইত্যাদি একাধিক ভাষার সংমিশ্রণে চাঁইভাষা আত্ম প্রকাশ করেছে। চর্যা-গীতির ভাষার সাথেও চাঁই ভাষার অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।

চাঁই ভাষার গানে, গীতে, ছড়ায়, প্রবাদ - প্রবচনে ধাঁধা - হেয়ালীতে চাঁই জাতির সমাজ ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষতঃ লোক সাহিত্যে এর অবদান তুচ্ছ নয়। কিন্তু এ খবর কয়জন রাখেন ? এ যেন নাম না জানা বনফুল। রূপ, রং - গন্ধ নিয়ে কত অজানা ফুল বনে-জঙ্গলে ফোটে, নিজেকে বিকশিত করে ; অবহেলায় ঝ'রে পড়ে। কে হিসাব রাখে তার ? অথচ এই সুন্দর পৃথিবীর সৌন্দর্য বাড়াতে এতটুকু কৃপনতা করে না সে।

লোক সাহিত্যের সম্যক পরিচয় আঞ্চলিক সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষাকে বাদ দিয়ে নিশ্চয়ই নয়। বেশ কিছু দিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা নিয়ে নানা প্রকার সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও আলোচনা হচ্ছে। নানা ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে নানা গবেষক কাজ করেছেন। এ যাবৎ চাঁই সম্প্রদায়ের পরিচয় জ্ঞাপক কিছু কিছু প্রবন্ধ "অমৃত", ত্রিবৃত্ত, দর্পক ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিত হলেও সামগ্রিকভাবে চাঁই সমাজ - ভাষা - সাহিত্য - সংস্কৃতি নিয়ে কোন অনুসন্ধান বা গবেষণা হয়নি। নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের এ আলোচনা, এ গবেষণা সাহিত্য জগতের বিশেষতঃ লোক সাহিত্যের এক অন্ধকার দিককে উদ্ভাসিত করবে আশা রাখি।

পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সম্প্রদায়ের পরিচয়, চাঁই ভাষা ও সাহিত্য, চাঁই সংস্কৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক আলোচনাই এই গবেষণা নিবন্ধের উদ্দেশ্য। মোট পাঁচটি অধ্যায়ে নিবন্ধটি প্রকাশিত।

১) চাঁই সম্প্রদায়ের পরিচয় সূত্রে — চাঁই শব্দের বিভিন্ন অর্থবিচার, চাঁই সম্প্রদায়ের আদি বাসভূমি ও সম্প্রসারণের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক আলোচনার সঙ্গে এদের জীবিকা, ঐতিহ্য এবং অন্যান্য আর্যেতর সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার করেছি।

২) দ্বিতীয় অধ্যায়ে করেছি চাঁইভাষা বিচার। এতে চাঁই-ভাষার বৈশিষ্ট্য, ব্যাকরণের বিশেষ বিধি, পশ্চিমবঙ্গের চাঁই ভাষার সঙ্গে হি-দী ও মৈথিলী ভাষার সাদৃশ্য

বিচার, আঞ্চলিক চাঁই ভাষার ও বাংলা ভাষার পারস্পরিক প্রভাব, এবং চাঁই ভাষাতে প্রাচীনত্বের ছাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক চাঁই বসবাস করে মালদহ জেলাতে। আবার মালদহ জেলার কালিয়াচক এবং মানিকচক থানাতেই রয়েছে এদের সংখ্যাধিক্য। তাই এতদঞ্চলের ব্যবহার্য ভাষাকেই প্রামাণ্য ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছি।

৩) এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে চাঁই ভাষার সাহিত্যিক দিক। চাঁই সাহিত্য মৌখিক, কিন্তু সমৃদ্ধ। এই ভাষাতে গানের ভান্ডার বিপুল। বিবাহ ও নানা উৎসবের গীত, ছাড়াও ঝুমুর গান, আলকাপ গানও চাঁই ভাষায় পর্যাপ্ত। তাছাড়া প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, হেঁয়ালী, রূপকথা — উপকথা প্রভৃতি এবং চাঁই সঙ্গীতের ছন্দ, অলঙ্কার ও কাব্যসৌন্দর্যও উল্লেখযোগ্য। আমরা এর সবগুই সাবলিলভাবে আলোচনা করেছি।

৪) চাঁই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। উৎসব, আচার অনুষ্ঠান, পূজা ব্রতাদির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র জীবন ভঙ্গী পরিস্ফুট। চাঁই সম্প্রদায়ের একাধিক বাস্তুদেবতা রয়েছে। বাস্তুদেবতার পূজা করে মেয়েরা। এদের পোষাক পরিচ্ছদ, চাঁই জীবনের সংস্কার - ভূত - প্রেত ওঝা - মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস, চাঁই সমাজে নারীর স্থান, এবং এদের পদবী পরিবর্তনের স্পৃহা একটি লক্ষণীয় দিক। প্রবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে চাঁই সংস্কৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫) পঞ্চম অধ্যায়ে তুলে ধরেছি চাঁই সম্প্রদায়ের সামাজিক রূপ। এদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয়ে জানা যায় এরা পশ্চিমবঙ্গে দ্বিভাষী। এরা ঘরে, পরিবারে চাঁই ভাষা এবং সমাজে ও অন্যত্র আঞ্চলিক বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। এরা মূলতঃ কৃষিজীবী। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কায়িক পরিশ্রম করে। খেটে খায়, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তিকে এরা অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ মনে করে। গঙ্গার সমভূমিতে বসতি স্থাপনের হেতু, এদের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টাংশে রয়েছে — সংগৃহীত গীত - গানের তালিকা ও ভাবার্থ বা শব্দার্থ। আর আছে ছড়া, প্রবাদ - প্রবচন, ধাঁধা - হেয়ালী, কবিতা, চাঁই ভাষার শব্দকোষ, মানচিত্র ও ছবির পরিচিতি ইত্যাদি। মোটকথা পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সম্প্রদায়ের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক আলোচনাই করা হয়েছে এই গবেষণা নিবন্ধে।

জন্মসূত্রে চাঁই সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সংযুক্ত থাকায় এই সমাজকে জানার ও জানানোর স্পৃহা আমার বহুকালের। বলাবাহুল্য বিগত ১৯৭৭ খ্রীঃ থেকে এই সমাজের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করি। এবং বিশেষ আগ্রহ ও শ্রদ্ধা নিয়ে নিয়ে তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করি। এই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি চাঁই অধ্যুষিত জেলাগুলিতে পরিভ্রমণ ও তথ্য সংগ্রহ করি। এই সকল কাজে আমাকে সবিশেষ উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করেন মালদহ কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক আমার অগ্রজপ্রতিম মাননীয় ডঃ শ্রীদীপ্তিময় সরকার মহাশয়, এবং অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজপ্রতিম ডঃ শ্রীসুনীল কুমার ওঝা মহাশয়। অতঃপর বিগত ১৯৮৯ খ্রীঃ থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বিদ্যাসাগর অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমার এই গবেষণা প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করি। তাঁর সুভাব গুণগ্রহিতা ও প্রতি নিয়ত আন্তরিকতাপূর্ণ নির্দেশ আমার শ্রমকে সফল ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে।

বিস্তারিত ভাবে চাঁই সমাজের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য আমি একাধিক বার "পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতি'র বিভিন্ন প্রাদেশিক সম্মেলনে এবং একাধিক অধিবেশনে যোগদান করেছি। এই সকল সময়ে অসংখ্য গুণী, প্রবীন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রনয়ণ করতে গেলে কোথাও না কোথাও ভুল এবং অতৃপ্তির সম্ভাবনা নিশ্চয়ই থাকবে। তাই নামের উল্লেখে নিরস্ত হ'তে হ'ল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। আমি এদের সবার কাছেই চিরকৃতজ্ঞ। আমার ঘনিষ্ট বন্ধুবর্গ ও কতিপয় ছাত্রছাত্রী চাঁই সম্প্রদায়ের গীত-গান সংগ্রহে আমাকে নানা-ভাবে সাহায্য ক'রে উপকৃত করেছে; তাদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। এতদ্ব্যতীত সংগৃহীত গীতের অশুদ্ধি সংশোধন এবং অর্থ নিরূপণে সহায়ক হিসাবে স্বদীয় সহকর্মী শ্রী সুরেন্দ্র নাথ ফতল এবং কুতুবুদ্দিন আহমেদের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আমি তাঁদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। চাঁই সমাজে ব্যবহৃত প্রাচীন অলঙ্কারের চিত্রাঙ্কনে ও বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ উপদেশ দিয়ে অকৃপণ সহায়তা করেছেন শ্রদ্ধেয় মাতুল শ্রীদ্বারিকা নাথ ফতল মহাশয়, এই সমাজের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ফটো তুলে সাহায্য করেছে অনুজ শ্রীজটীল কুমার সরকার। আবার বিহার প্রদেশের চাঁই সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন পাটনা নিবাসী "নিষাদ জাগরণ" পত্রিকার ব্যবস্থাপক

শ্রীজগদীশ প্রসাদ মহাশয় । এঁদের সকলের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ । এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হয় বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যাঁদের সহায়তায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের অমূল্য গ্রন্থাদি অধ্যয়নের সুযোগ লাভে সক্ষম হয়েছি । গ্রন্থাগারিক শ্রী চিত্তভানু সেন, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, শ্রী মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও শ্রী প্রদীপ কুমার চৌধুরী , যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ; শ্রীশান্তনু মুখার্জী ও মিস্ উষা মজুমদার জাতীয় গ্রন্থাগার ; শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা – বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ; শ্রী প্রতিভা রঞ্জন মৈত্র , বহরমপুর কালেক্টরেট লাইব্রেরী ; শ্রী বিমল কুমার দাস, লালগোলা এম, এন, অ্যাকাডেমি (পাব্লিক) লাইব্রেরী ; শ্রী অসিত কুমার দত্তগুপ্ত ও শ্রীশশাঙ্ক শেখর সিংহ , আরুন্দ বাড়িয়া পল্লীমঙ্গল সমিতি রুরাল লাইব্রেরী ; – ইঁহাদের অকৃপণ ও স্বহৃদয় সহায়তা কোন কালে ভুলবার নয় । আমি এদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই ।

পরিশেষে আমার এই গবেষণা কর্মে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যাঁরা সহায়ক তাঁদের সকলকেই যথোচিত সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করছি । সকলের সম্মিলিত শুভেচ্ছাই আমার পাথেয় ।

শ্রীসুনির্মল চন্দ্র মণ্ডল